২ আগস্ট, ২০২৫ খ্রি.

আঞ্চলিক ডাল গবেষণা কেন্দ্র, মাদারীপুরের সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং বৃহত্তর বরিশাল, ফরিদপুর অঞ্চলে ডাল ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি প্রকল্পের অধীনে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত উচ্চ ফলনশীল ডাল ফসলের জাতসমূহের আধুনিক উৎপাদন কলাকৌশল ও সংগ্রহোত্তর প্রযুক্তি শীর্ষক প্রশিক্ষণ, মাঠ দিবস এবং পিঠা উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত প্রোগ্রামকে কেন্দ্র করে অত্র কেন্দ্রে উপস্থিত ছিলেন জনাব মো: ছায়েদুজ্জামান, অতিরিক্ত সচিব (পরিকল্পনা কমিশন), জনাব ফেরদৌসি আখতার, যুগ্মপ্রধান (পরিকল্পনা কমিশন), ড. নুরুন নাহার, অতিরিক্ত সচিব (একনেক), জনাব মাকসুদা ইয়াসমিন, যুগ্মসচিব (কৃষি মন্ত্রণালয়), জনাব মনিরা পারভীন, উপসচিব (আইএমইডি), জনাব ইসরাত সাদিয়া সুমি, সিনিয়র সহকারী প্রধান (পরিকল্পনা কমিশন), জনাব ফাতেমা, সিনিয়র সহকারী প্রধান (কার্যক্রম বিভাগ), ড. মো: ছালেহ উদ্দিন, সাবেক পরিচালক (ডাল)। এ সময় আরো উপস্থিত ছিলেন অত্র কেন্দ্রের প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ও প্রকল্প পরিচালক ড. সেলিম আহম্মেদ এবং অন্যান্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ।

অনুষ্ঠানে অতিথিবৃন্দ তাদের বক্তব্যে দেশের খাদ্য এবং পুষ্টি নিরাপত্তায় ডাল জাতীয় ফসলের চাষ বৃদ্ধি এবং এর বহুমুখী ব্যবহারের উপর কৃষকদের উদ্বুদ্ধ করেন। এ ছাড়াও ডালের উন্নত জাত পরিচিতি, উন্নত চাষাবাদ কৌশল, সার ব্যবহারবিধি, রোগ ও পোকামাকড় দমন কৌশল, মাটি ও গবাদি পশুর স্বাস্থ্য রক্ষায় ডাল ফসলের গুরুত্ব সম্পর্কে আলোচনা করা হয়।

উক্ত প্রোগ্রামে কৃষক/কৃষাণী বিভিন্ন প্রকারের ডাল দিয়ে শতাধিক আইটেমের পিঠা ও ডালের রেসিপি তৈরি করেন। অতিথিবৃন্দ তাদের দক্ষতা দেখে মুগ্ধ হন। তাদের ভাষ্যমতে ডালের পিঠাগুলো যেমন সু-স্বাদু তেমন পুষ্টিকর। তারা এ পিঠাকে সংরক্ষণ পদ্ধতি ও রপ্তানি করার ব্যাপারে পরামর্শ প্রদান করেন।

কৃষক/কৃষাণীগণ এ প্রোগ্রামে আসতে পেরে খুব খুশি বলে তাদের মনের অভিব্যক্তি প্রকাশ করেন। তারা ডাল চাষে আরো আগ্রহী হবেন বলে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হন।

অত্র কেন্দ্রের প্রধান ড. সেলিম আহম্মেদ কৃষক/কৃষাণীদের সার্বিক সহযোগীতা করার আশ্বাস দেন। তিনি তার নিপূণ কর্মদক্ষতায় মাদারীপুরের কৃষক/কৃষাণীকে নানা ভাবে ডাল চাষে উদ্বুদ্ধ করেন। যার ফলশ্রুতিতে মাদারীপুর জেলায় ডাল চাষের পরিমান পূর্বের তুলনায় বহুগুন বৃদ্ধি পেয়েছে। অনেক অসচ্ছল পরিবার ডাল চাষের মাধ্যমে সচ্ছল হয়েছে। যখন কৃষক/কৃষাণী আবেগান্বিত কণ্ঠে তাদের সফলতার কথা বলে তখনই ড. সেলিম আহম্মেদ স্যারের সকল পরিশ্রম সার্থক হয়।